FEB. 19 2002

FEB. 13 2002 ভোরের কাগজ

FEB. 18 2002

মুহুরী ও এইট মার্ডারের আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে চট্টগ্রামে

পুলিশ প্রশাসন গা-ছাড়া □ ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে তদন্তকাজে

সমরেশ বৈদ্য : চট্টগ্রামের চাঞ্চল্যকর 'এইট মার্ডার' ও নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী হত্যাকাণ্ডের খুনি ও পরিকল্পনাকারীরা চট্টগ্রাম শহর ও জেলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ বলছে, তাদের তৎপরতা সত্ত্বেও আসামিরা ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে চারদলীয় জোট সরকারের কোনো কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির হস্তক্ষেপে উভয় হত্যাকাণ্ডের খুনিদের গ্রেপ্তারের তৎপরতা ঝিমিয়ে পড়েছে। এদিকে মুক্তিযোদ্ধা গোপাল মুহুরীর স্ত্রী উমা মুহুরী তার স্বামীর হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের আবেদন ও তাদের পরিবারের নিরাপত্তার আশঙ্কা ব্যক্ত করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে ফ্যাক্সবার্তা পাঠিয়েছেন। সিএমপি কমিশনার শহীদুল্লাহ খান গতকাল সোমবার জানিয়েছেন, গোপাল মুহুরী নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি তদন্তের জন্য সিএমপির গোয়েন্দা সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে।

নগরীর বাকলিয়া এলাকায় অবস্থিত কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য গত ২০০০ সালের ১২ জুলাই জামাত-শিবির ক্যাডাররা বহদ্দারহাটে প্রকাশ্যে ব্রাশফায়ার করে ৬ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীসহ ৮ জনকে খুন করে। এ পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ডের অন্যতম আসামি সাজ্জাদ হোসেনসহ গ্রেপ্তার হয়েছে এজাহারভুক্ত ও চার্জশিটভুক্ত মাত্র ৬ আসামি।

এরা হলো সাজ্জাদ হোসেন, দেলোয়ার, আব্দুল কাইয়ুম, ইমন প্রকাশ রিমন, ইকবাল, সোলেমান ও ইলিয়াস। সোলেমান ইতিমধ্যে আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছে, যাতে হত্যাকাণ্ডের অনেক তথ্যই বের হয়ে এসেছে। এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তকারী কর্মকর্তা সিআইডির সিনিয়র সহকারী সুপার কাদের খান গত বছরের ১৭ জানুয়ারি ২২ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রদান করেন। এর মধ্যে মাত্র ৬ জন গ্রেপ্তার

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

মুহুরী ও এইট মার্ডারের আসামিরা

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। বাকিরা (১৬ জন) পুলিশের খাতায় এখনো পলাতক।

সিএমপির একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তারা অতিসম্প্রতি এইট মার্ডারের অন্যতম আসামি হাবিব খান ও নাছিরের বাড়িতে হানা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি। এই হত্যাকাণ্ডের আসামিদের সবাই জামাত-শিবিরের নেতাকর্মী ও সশস্ত্র ক্যাডার। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় এদের অনেকেই চট্টগ্রামের বাইরে তো বটেই দেশের বাইরেও চলে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে আবার ফিরে আসে এবং বর্তমান জামাত-বিএনপি জোটের নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর আবার প্রকাশ্যে চলে আসে। নগরী ও জেলার বিভিন্ন স্থানে মোটা অঙ্কের চাঁদাবাজি ও বিভিন্ন অপহরণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে এরা। এদেরকে আশ্রয় দিচ্ছেন ফটিকছড়ির প্রভাবশালী বিএনপি নেতা, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সাকা চৌধুরী ও জামাত-শিবিরের নেতারা। যাদেরকে পুলিশ এখনো গ্রেপ্তার করতে পারেনি তারা হলো, হাবিব খান, আবু নাছির ওরফে গিট্টু নাছির, মহানগর শিবিরের সাবেক সভাপতি মেজবাউল কবির, মহসিন কলেজ শিবিরের সাবেক সভাপতি আজিজুর রহমান, মহানগর সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, শিবির ক্যাডার ও নেতা মিয়া মোঃ তৌফিক, নেছার আহমদ, আবদুল হাকিম, আবদুল হামিদ, বজল আহমদ, বায়েজীদুর রহমান, সেলিম ওরফে বিডিআর সেলিম, আলমগীর কবির, এনামুল হক এনাম, রেজাউর রহমান মুক্তি এবং আজম।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের পর পরই জামাত-শিবিরের আধিপত্য আবার পুরোদমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে চট্টগ্রামে। যে কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে এইট মার্ডার হলো, তা এখন পুরোপুরি শিবিরের দখলে। চট্টগ্রাম কলেজ, মহসিন কলেজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজসহ আরো কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে। তাই এসব আসামিদের আশ্রয় পেতে এবং মুক্তভাবে বিচরণ করতে কোনো অসুবিধা নেই। তার ওপর পুলিশ কর্মকর্তারাও অনেকটা নিষ্ক্রিয় এ কারণে যে, গ্রেপ্তার করে বা তাদের আস্তানায় হানা দিয়ে কেউ চাকরি হারাতে চান না বা বদলি হতে আগ্রহী নন। অনেক পুলিশ কর্মকর্তা বলেছেন, তারা শুধু চাকরি করছেন মাত্র। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোনো আদেশ ছাড়া এসব আসামি ধরতে নারাজ।

এদিকে শিক্ষাবিদ, মুক্তিযোদ্ধা গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীকে গত বছরের ১৬ নভেম্বর নগরীর জামালখানে তার বাসভবনে ঢুকে সাতসকালে নৃশংসভাবে খুন করে চলে যায় জামাত-শিবিরের সন্ত্রাসীরা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ অন্যরা ঘোষণা দেন অতিসত্বর খুনিদের গ্রেপ্তার করা হবে। কিন্তু তিন মাসেরও বেশি সময় পার হয়ে গেলো। এজাহারভুক্ত ৩ আসামি (নাজিরহাট কলেজের শিক্ষক) ছাড়া আর মাত্র একজন ছোট নাছির নামে এক ক্যাডার ধরা পড়েছে। কিন্তু কিলিং স্কোয়াডের অন্য সন্ত্রাসীরা ধরা পড়েনি। সিএমপির গোয়েন্দা পুলিশের ৫টি টিম গঠন করার ঘোষণা দিয়েছিলেন তখন সিএমপি কমিশনার শহীদুজ্জামান খান। কিন্তু তাও ঝিমিয়ে গেছে।

এই মামলার তদন্তভার দেওয়া হয়েছিল কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রুহুল আমিন সিদ্দিকীকে। বর্তমানেও তিনি এর দায়িত্বে আছেন। কিন্তু মামলার তদন্ত কাজ যে অবস্থায় ছিল তেমনই রয়েছে। কারণ কোতোয়ালি থানার মতো ব্যস্ত একটি থানার ওসিকে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকতে হয় ভিআইপি প্রটেকশন ও নানা ধরনের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায়। ফলে এই মামলার তদন্তে আর সময় দিতে পারেন না তিনি। মামলার তদন্তভার সিআইডি বা গোয়েন্দা পুলিশের হাতে ন্যস্ত করার জন্য বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তাসহ সচেতন সমাজ দাবি করেছিলেন। কিন্তু তখন পুলিশ কমিশনার বলেছিলেন যে, কোতোয়ালির ওসিই পারবেন সঠিক তদন্ত করতে। এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে ভোরের কাগজেও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। তবে গতকাল তিনি জানিয়েছেন, মামলাটি দ্রুত ও সঠিক তদন্তের জন্য গোয়েন্দা পুলিশকে দায়িত্ব দেবেন।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, মুহুরী হত্যাকাণ্ডের দুর্ধর্ষ কিলার গ্রুপের অন্যতম সদস্য তসলিম উদ্দিন প্রকাশ মন্টু ও হাসান ইতিমধ্যে নগরীর চকবাজার, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম কলেজ এলাকাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গত রোববার চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের সামনে গুলি ও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার সঙ্গে সে জড়িত ছিল বলে জানা গেছে। কিন্তু পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। গোয়েন্দা পুলিশের সহকারী কমিশনার মনিরুল ইসলাম আসামিকে গ্রেপ্তারে তাদের ঝিমিয়ে পড়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, আমাদের টিম তৎপর রয়েছে।

নাজিরহাট কলেজের সাবেক হিসাবরক্ষক শাহজাহানকে গ্রেপ্তার কর[illegible] গেলেও হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে বেশ ত[illegible] জানা যাবে। কিন্তু তাকেও গ্রেপ্তারে কো[illegible] তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। সেও পলাতক পুলিশের খাতায়। তবে সূত্র বলছে সে আবার চট্টগ্রাম শহরে ফিরে এসেছে। শাহজাহান মুহুরী হত্যার আগের দিন কয়েকজন অপরিচিত যুবকসহ গোপাল মুহুরীর জামালখানের বাসায় গিয়ে তাকে হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু একটি প্রভাবশালী মহল আসামিদের গ্রেপ্তার না করে মামলাটিকে অন্যখাতে প্রবাহিত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। বর্তমান সরকারের একটি অংশ চায় মামলার সুষ্ঠু তদন্ত হোক। কিন্তু অন্য সম্প্রদায়িক ও কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠীটি ধামাচাপা দিতে চায়। অপরদিকে গোপাল মুহুরীর পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতা ও আসামিদের গ্রেপ্তারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার কাছে ফ্যাক্স বার্তা পাঠিয়েছেন।